দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা একশ বত্রিশ

দ্বিতীয় পরীক্ষার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্যের উন্মোচন: পশুর মূর্তি এবং ১,৪৪,০০০ জনের মোহরিত হওয়ার সময়ের অনুধাবন

Jeff Pippenger
2024-03-12

পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলোতে আমরা তিন স্বর্গদূতের মাধ্যমে উপস্থাপিত তিনটি পরীক্ষার মধ্যে দ্বিতীয় পরীক্ষার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো সনাক্ত করতে সময় দিয়েছি। প্রতিটি স্বর্গদূত একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং দ্বিতীয় পরীক্ষা দৃষ্টিনির্ভর পরীক্ষা হিসেবে উপস্থাপিত। আমরা তিন স্বর্গদূতকেই সনাক্ত করেছি, এবং তাদের নিজ নিজ পরীক্ষা দানিয়েল গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েও চিহ্নিত—যেখানে এই তিনটির মধ্যে দ্বিতীয়টি নির্ভর করেছিল দানিয়েল ও ঐ তিনজন বিশ্বস্ত সহচরের বাহ্যিক চেহারার উপর, যখন তারা বাবিলীয় খাদ্যের বদলে শাকাহারী খাদ্য গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় পরীক্ষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটি প্রায়ই গির্জা ও রাষ্ট্রের সংযুক্তির প্রতিরূপ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

আদিপুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে নিমরোদ-এর বাবেলের পতনের বিবরণে তিনজন স্বর্গদূত এবং তাদের নিজ নিজ পরীক্ষাগুলি চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম পদে "go to" কথাটির তিনবার ব্যবহারের মাধ্যমে তিনটি পরীক্ষা উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ পদে "go to" কথাটির দ্বিতীয় ব্যবহারে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের পরীক্ষাটি চিহ্নিত হয়।

> তারা বলল, আস, আমরা নিজেদের জন্য একটি নগর ও একটি মিনার নির্মাণ করি, যার চূড়া স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছাবে; আর আমরা নিজেদের জন্য নাম করি, যেন আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে না পড়ি। উৎপত্তি ১১:৪।

একটি শহর একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে, আর একটি মিনার একটি গির্জার প্রতিনিধিত্ব করে। তারা একটি নির্দিষ্ট চরিত্রও কামনা করেছিল; নিজেদের জন্য নাম করতে চাওয়ার বাসনায় তার প্রকাশ দেখা যায়। দ্বিতীয় পরীক্ষায় প্রায়ই চরিত্রের প্রকাশ ঘটে, এবং তা বিপরীতধর্মী চরিত্রের সঙ্গে বৈপরীত্যের মাধ্যমে দেখা যায়—যেমন কাইন ও হাবিল, জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীদের ক্ষেত্রে; অথবা দানিয়েলের দ্বিতীয় পরীক্ষায়, বাবিলনের খাদ্যতালিকা ভোজনকারীদের আর ডালজাতীয় খাদ্য গ্রহণকারীদের দৃশ্যমান চেহারার পার্থক্যে।

> আমি তোমার কাছে মিনতি করি, তোমার দাসদের দশ দিন পরীক্ষা করো; এবং আমাদের খাওয়ার জন্য শাকসবজি ও পান করার জন্য জল দেওয়া হোক। তারপর আমাদের চেহারা তোমার সামনে পরখ করা হোক, এবং যারা রাজার খাবারের অংশ খায় সেই ছেলেদের চেহারাও; এবং তুমি যেমন দেখবে, তেমনই তোমার দাসদের সঙ্গে আচরণ করো। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে তাদের কথায় সম্মতি দিলেন, এবং তাদের দশ দিন পরীক্ষা করলেন। আর দশ দিনের শেষে দেখা গেল যে তাদের চেহারা আরও উজ্জ্বল এবং মাংসে আরও মোটা হয়েছে, রাজার খাবারের অংশ খাওয়া সব ছেলেদের তুলনায়। দানিয়েল ২:১২-১৫।

মিলারাইট ইতিহাসে, দ্বিতীয় স্বর্গদূতের পরীক্ষায় উপাসকদের দুটি শ্রেণি প্রকাশ পেয়েছিল। যে শ্রেণি পরীক্ষায় ব্যর্থ হলো তারা রোমের কন্যারা হয়ে গেল; অন্য শ্রেণিটি ছিল বিশ্বস্ত, যারা অগ্রসরমান আলো অনুসরণ করতে থাকে। রোমের কন্যারা মাতার

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে, আর যাঁর কন্যা তারা হয়েছে, সেই মাকে ‘বেশ্যাদের জননী’ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভাষায় ‘বেশ্যা’ বলতে এমন এক গির্জাকে বোঝায়, যা রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, যেমনটি পোপতন্ত্রের প্রতিচ্ছবিতে দেখা যায়।

প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ে যে তিনজন স্বর্গদূতের কথা বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথমজনের মধ্যে তিনজন স্বর্গদূতের প্রত্যেকের তিনটি পরীক্ষাই রয়েছে; দানিয়েল পুস্তকের প্রথম অধ্যায়েও একই বিষয় দেখা যায়। দানিয়েল পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে তিন ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়াটিও চিহ্নিত করা হয়েছে, সুতরাং দানিয়েল পুস্তকের শুরু ও শেষ—উভয়তেই ওই তিন ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়া রয়েছে।

> অনেকে শুদ্ধ হবে, শুভ্র হবে, এবং পরীক্ষিত হবে; কিন্তু দুষ্টেরা দুষ্টতাই করবে; এবং দুষ্টদের মধ্যে কেউই বুঝিবে না; কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝিবে। দানিয়েল ১২:১০।

বারো নম্বর পদে প্রথম পরীক্ষা হলো সেই শুদ্ধিকরণ, যা পবিত্রস্থানের প্রাঙ্গণে ঘটে, যেখানে মেষশাবক জবাই করা হয় এবং পাপীর উপর ধার্মিকতা আরোপিত হয়। বারো নম্বর পদে দ্বিতীয় পরীক্ষা হলো শুভ্র করা, যা পবিত্রস্থানের পবিত্র স্থান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়; এটি সেই সময়কে নির্দেশ করে যখন বিশ্বাসীকে পবিত্রকরণ দান করা হয়। তৃতীয় ধাপ হলো পরীক্ষিত হওয়া, যা অতিপবিত্র স্থানের বিচারকে নির্দেশ করে, যেখানে ঈশ্বরের লোকেরা সীলমোহরপ্রাপ্ত হয়, এবং মহিমাকরণ সম্পন্ন হয়। উপাসকদের দুই শ্রেণি চিত্রিত হয়েছে: যারা বোঝে না এমন দুষ্টেরা, এবং যারা বোঝে এমন জ্ঞানীরা।

দ্বিতীয় পরীক্ষা, যা পবিত্র শাস্ত্রে বহুবার উপস্থাপিত হয়েছে, একটি দৃশ্যমান পরীক্ষা নির্দেশ করে, যেখানে উপাসকদের দুটি শ্রেণি প্রকাশিত হয়, এবং গির্জা ও রাষ্ট্রের সংযুক্তি প্রতীকায়িত হয়। ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হলো, দ্বিতীয় পরীক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি তৃতীয় পরীক্ষার পূর্বে ঘটে, এবং তৃতীয় পরীক্ষা বিচারের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে তৃতীয় পরীক্ষার বিচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা আছে, কারণ তিনটি পরীক্ষার প্রত্যেকেটিই কোনো না কোনো বিচারকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু প্রথম দুটি পরীক্ষা এমন এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত যেখানে চরিত্র বিকাশ এখনো সম্ভব। তৃতীয় পরীক্ষা ভিন্ন, কারণ এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক লিটমাস পরীক্ষা, যা শুধু নির্ণয় করে যে পরীক্ষার প্রক্রিয়ার আগের দুই ধাপে আপনি উপাসকদের কোন শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিলেন।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের সময়, যা শুরু হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ এবং যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সময় শেষ হবে, সে সময়ে তিনটি পরীক্ষা রয়েছে। প্রথম পরীক্ষা ছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যখন স্বর্গদূত অবতরণ করলেন; এবং ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট মিলারাইট ইতিহাসে যে স্বর্গদূত অবতরণ করেছিলেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তখন সেই পরীক্ষাটি ছিল খাদ্যাভ্যাস-সংক্রান্ত। দানিয়েল গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে, প্রথম পরীক্ষা ছিল যখন দানিয়েল মনে স্থির করেছিলেন যে তিনি রাজার আহার গ্রহণ করবেন না। খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের সময় পবিত্র আত্মা অবতরণ করলে এবং তিনি পরে চল্লিশ দিন উপবাস করলে, তাঁর প্রথম পরীক্ষাও ছিল আহার সংক্রান্ত।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের সময় তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পরীক্ষা হলো রবিবার আইন। সে সময়, সপ্তম দিনের সাবাথের দাবিসমূহ বুঝেও যারা সূর্যের দিনে উপাসনা করতে বেছে নেবে, তারা পশুর ছাপ গ্রহণ করবে এবং চিরকালের জন্য নাশপ্রাপ্ত হবে। ড্যানিয়েল

পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে, তিন বছর পরে, ড্যানিয়েল এবং সেই তিনজন বীরকে নেবুখদনেজারের সামনে হাজির করা হয়েছিল (রবিবার আইনের প্রতীক), যাতে গত তিন বছরের তাদের প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে বিচার করা যায়। পিতা ও পুত্র যখন নিম্রোদের বিদ্রোহের কাহিনিতে তৃতীয় 'চলো'তে নেমে এলেন, তখন তাদের ভাষা বিভ্রান্ত করা এবং তাদের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। তৃতীয় পরীক্ষা হলো সেই লিটমাস পরীক্ষা যা দুই শ্রেণীকে চিরকালের জন্য পৃথক করে দেয়।

> আগাছার দৃষ্টান্ত এবং জালের দৃষ্টান্ত উভয়ই স্পষ্টভাবে শেখায় যে এমন কোনো সময় নেই যখন সমস্ত দুষ্টরা ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসবে। ফসল কাটার সময় পর্যন্ত গম ও আগাছা একসঙ্গে বেড়ে ওঠে। ভালো ও মন্দ মাছ চূড়ান্ত বিচ্ছেদের জন্য একসঙ্গে তীরে টেনে তোলা হয়।
>
> “আবার, এই উপমাগুলি শিক্ষা দেয় যে বিচারকার্যের পর আর কোনো পরীক্ষাকাল থাকবে না। সুসমাচারের কার্য সমাপ্ত হলে, তার পরপরই সৎ ও অসৎ ব্যক্তিদের মধ্যে পৃথকীকরণ সংঘটিত হয়, এবং প্রত্যেক শ্রেণির ভাগ্য চিরকালের জন্য স্থির হয়ে যায়।” Christ’s Object Lessons, 123.

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের সময় শীঘ্র আসন্ন রবিবারের আইনে এসে শেষ হয়, এবং সেই তৃতীয় পরীক্ষা ও ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে যে প্রথম পরীক্ষা এসেছিল তার মাঝখানে, দ্বিতীয় পরীক্ষা লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদের ওপর আরোপিত হয়। "বিচারের পরে অনুগ্রহকাল নেই," কারণ তখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্য সুসমাচারের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

সিস্টার হোয়াইট বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা দেন যে আমরা যদি প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হই, তবে দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব না; এবং দ্বিতীয় পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ না হলে, তৃতীয় লিটমাস পরীক্ষায় আমাদের ব্যর্থতা প্রকাশ পাবে।

> আমাকে খ্রিস্টের প্রথম আগমনের ঘোষণার দিকে ফিরে তাকাতে নির্দেশিত করা হয়েছিল। যোহনকে এলিয়াহর আত্মা ও শক্তিতে যীশুর পথ প্রস্তুত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। যাঁরা যোহনের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাঁরা যীশুর শিক্ষায় কোনো উপকার পাননি। তাঁর আগমন যে বার্তা পূর্বেই ঘোষণা করেছিল, সেই বার্তার প্রতি তাদের বিরোধিতা তাদের এমন অবস্থায় ফেলল যে, তিনি মশীহ—এ কথা প্রমাণকারী সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণও তারা সহজে গ্রহণ করতে পারল না। শয়তান যোহনের বার্তা প্রত্যাখ্যানকারীদের আরও দূরে ঠেলে দিল—যাতে তারা খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে। এতে তারা নিজেদের এমন স্থানে রাখল, যেখানে তারা পেন্টেকোস্টের দিনের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারল না—যা তাদের স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে প্রবেশের পথ শিখিয়ে দিত। মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়া দেখিয়ে দিল যে ইহুদিদের বলিদান ও বিধিবিধান আর গ্রহণযোগ্য নয়। মহাবলিদান ইতিমধ্যেই অর্পিত ও গৃহীত হয়েছে, এবং পেন্টেকোস্টের দিনে অবতীর্ণ পবিত্র আত্মা শিষ্যদের মনকে পার্থিব পবিত্রস্থান থেকে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে নিয়ে গেলেন—যেখানে যীশু নিজ রক্ত দ্বারা প্রবেশ করেছিলেন, যেন তিনি তাঁর প্রায়শ্চিত্তের সুফল তাঁর শিষ্যদের উপর বর্ষণ করতে পারেন। কিন্তু ইহুদিরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকে গেল। উদ্ধারের পরিকল্পনা সম্পর্কে যে আলো তারা পেতে পারত, তা তারা সব হারাল, তবু তারা তাদের নিরর্থক বলি ও নিবেদনে ভরসা করতেই থাকল। স্বর্গীয় পবিত্রস্থান পার্থিবটির স্থান নিয়েছিল, তবুও সে পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। অতএব পবিত্রস্থানে খ্রিস্টের

> মধ্যস্থতার দ্বারা তারা কোনো উপকার লাভ করতে পারল না।
>
> অনেকেই ইহুদিদের খ্রিস্টকে প্রত্যাখ্যান ও ক্রুশবিদ্ধ করার আচরণকে ভয়-আতঙ্কে দেখে; এবং তাঁর লাঞ্ছনা-অপমানের ইতিহাস পড়তে পড়তে তারা মনে করে যে তারা তাঁকে ভালোবাসে, এবং পিতরের মতো তাঁকে অস্বীকার করত না, বা ইহুদিদের মতো তাঁকে ক্রুশবিদ্ধও করত না। কিন্তু যিনি সকলের হৃদয় পড়েন, সেই ঈশ্বর তাদের যে যিশুর প্রতি প্রেম অনুভব করার দাবি ছিল, সেটিকে পরীক্ষার মুখে এনেছেন। সমগ্র স্বর্গ গভীরতম আগ্রহ নিয়ে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা গ্রহণ করা হলো কীভাবে, তা লক্ষ্য করছিল। কিন্তু অনেকে, যারা যিশুকে ভালোবাসার দাবী করছিল এবং ক্রুশের কাহিনি পড়তে পড়তে অশ্রু ঝরিয়েছিল, তাঁর আগমনের সুসমাচারকে বিদ্রূপ করছে। আনন্দের সঙ্গে বার্তাটি গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা এটিকে ভ্রান্তি বলে ঘোষণা করেছিল। যারা তাঁর আবির্ভাবকে ভালোবাসত, তাদের তারা ঘৃণা করল এবং গির্জাগুলো থেকে বহিষ্কার করল। যারা প্রথম বার্তাটি প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা দ্বিতীয়টির দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি; এবং তারা মধ্যরাত্রির আহ্বান দ্বারাও উপকৃত হয়নি, যা তাদের বিশ্বাসের দ্বারা যিশুর সঙ্গে স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ছিল। এবং পূর্ববর্তী দুইটি বার্তা প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের বোধশক্তি এমনভাবে অন্ধকার হয়ে গেছে যে অতি পবিত্র স্থানে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে এমন তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় তারা কোনো আলোই দেখতে পায় না। আমি দেখলাম, যেমন ইহুদিরা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তেমনি নামমাত্র গির্জাগুলো এই বার্তাগুলোকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে; সুতরাং অতি পবিত্র স্থানে যাওয়ার পথ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, এবং সেখানে যিশুর মধ্যস্থতার দ্বারা তারা কোনো উপকারও পেতে পারে না। যেমন ইহুদিরা তাদের নিষ্ফল বলিদান অর্পণ করত, তেমনি তারা তাদের নিষ্ফল প্রার্থনাগুলো সেই কক্ষের দিকে নিবেদন করে, যা যিশু ত্যাগ করেছেন; আর শয়তান, প্রতারণায় প্রীত হয়ে, ধর্মীয় চরিত্র ধারণ করে, নিজের ক্ষমতা, নিজের চিহ্ন ও মিথ্যা আশ্চর্যকর্ম দ্বারা কাজ করে, নিজ ফাঁদে তাদের দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখতে, এই ঘোষিত খ্রিস্টানদের মনকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

যদি আমরা ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর দ্বারা উপস্থাপিত সতর্কবার্তাটি গ্রহণ না করি, তবে ধরে নিলে আমরা তখনও জীবিত থাকব, রবিবারের আইন যখন আসবে আমরা নিশ্চয়ই সেটি গ্রহণ করব। এই কথা বলার পর, আমাদের চিরন্তন পরিণতি যে পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, এবং রবিবারের আইনের সময় সিলমোহর পাওয়ার আগে, অর্থাৎ পরীক্ষাকাল শেষ হওয়ার আগেই, যে পরীক্ষায় আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে—তা হলো দ্বিতীয় পরীক্ষা, এবং সেটিই পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষা।

> “প্রভু আমাকে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পশুর প্রতিমূর্তি গঠিত হবে; কারণ এটিই ঈশ্বরের লোকদের জন্য সেই মহাপরীক্ষা হবে, যার দ্বারা তাদের অনন্ত নিয়তি নির্ধারিত হবে। তোমার অবস্থান এমন অসামঞ্জস্যের এক জটিল জগাখিচুড়ি যে অতি অল্প লোকই এতে প্রতারিত হবে।
>
> “প্রকাশিত বাক্য ১৩-এ এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে; [প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১–১৭, উদ্ধৃত]।
>
> “এটাই সেই পরীক্ষা, যা ঈশ্বরের লোকদের মোহরাঙ্কিত হওয়ার পূর্বে অতিক্রম করতে হবে। যারা তাঁর ব্যবস্থা পালন করে এবং একটি ভেজাল সাবাথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছে, তারা প্রভু ঈশ্বর যিহোবার পতাকার অধীনে স্থান পাবে এবং জীবন্ত ঈশ্বরের মোহর গ্রহণ করবে। যারা স্বর্গীয়

> উৎসের সত্য পরিত্যাগ করে এবং রবিবারের সাবাথ গ্রহণ করে, তারা পশুর ছাপ গ্রহণ করবে।” Manuscript Releases, volume 15, 15.

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলকরণের সময়ের দ্বিতীয় পরীক্ষা একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টিগত পরীক্ষা। এটি যুক্তরাষ্ট্রের পশুর প্রতিমূর্তির গঠনের সনাক্তকরণ দাবি করে, এবং সেই পরীক্ষা কেবল ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। তারও বেশি, ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্য বুঝতে পারবে কেবল তারা যারা পরবর্তী বৃষ্টির বার্তা খেতে বেছে নেয়, যা লাইন-পর-লাইন পদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপিত হয়। যখন প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূত অবতরণ করেন, তার হাতে থাকা বার্তা আমরা যদি খেতে অস্বীকার করি, তবে আমরা পশুর প্রতিমূর্তির গঠন সনাক্ত করার ক্ষমতা অর্জন করব না।

স্বর্গদূতের হাতে যে বার্তা আছে, তা ভক্ষণ করতে হলে ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষার্থীকে প্রথমে দেখতে সক্ষম হতে হবে যে স্বর্গদূতের হাতে একটি বার্তা আছে। প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূত যখন অবতরণ করেন, তখন সেই পদে তাঁর হাতে কিছু আছে বলে উল্লেখ করা হয় না, কিন্তু ‘পংক্তির উপর পংক্তি’ পদ্ধতি বহু সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করে যে যারা অবতরণ করেন সেই স্বর্গদূতদের হাতে সর্বদা একটি বার্তা থাকে। যারা ‘পংক্তির উপর পংক্তি’ পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা সেই বার্তার প্রতি অন্ধ, যা প্রমাণ দেয় যে যুক্তরাষ্ট্রে পশুর মূর্তি গঠিত হচ্ছে। এটি স্বীকার করতেই হবে, কারণ এই সত্যকে স্বীকার করার ওপরই আমাদের শাশ্বত পরিণতি নির্ভর করে। পংক্তির উপর পংক্তি নীতি অনুযায়ী, সিস্টার হোয়াইট প্রথম স্বর্গদূতের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূতের বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে একই বলে চিহ্নিত করেন।

> আমাকে দেখানো হলো যে পৃথিবীতে চলমান কাজের প্রতি সমগ্র স্বর্গ কতটা আগ্রহ নিয়েছিল। যিশু এক পরাক্রমশালী স্বর্গদূতকে নামতে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে সতর্ক করতে আদেশ দিলেন। স্বর্গে যিশুর উপস্থিতি থেকে স্বর্গদূতটি বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অতিশয় উজ্জ্বল ও মহিমাময় আলো তার আগে আগে চলল। আমাকে বলা হলো যে তার মিশন ছিল নিজের মহিমায় পৃথিবী আলোকিত করা এবং ঈশ্বরের আসন্ন ক্রোধ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। অসংখ্য জন সেই আলো গ্রহণ করল। তাদের মধ্যে কেউ খুবই গম্ভীর বলে মনে হলো, আবার কেউ আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। যারা আলো গ্রহণ করেছিল, তারা সবাই মুখ স্বর্গের দিকে ফিরিয়ে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করল। যদিও আলোটি সবার ওপরেই ছড়িয়ে পড়েছিল, কেউ কেউ শুধু তার প্রভাবের অধীনে এল, কিন্তু আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করল না। অনেকে প্রবল ক্রোধে পূর্ণ হয়ে উঠল। পাদরিও সাধারণ লোকেরা দুর্জনদের সঙ্গে এক হয়ে সেই পরাক্রমশালী স্বর্গদূতের ছড়িয়ে দেওয়া আলোকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করল। কিন্তু যারা তা গ্রহণ করেছিল তারা জগত থেকে সরে এসে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ হলো।
>
> "শয়তান ও তার দূতেরা আলো থেকে যত বেশি সম্ভব মানুষের মন সরিয়ে নিতে ব্যস্তভাবে তৎপর ছিল। যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা অন্ধকারে রয়ে গেল। আমি দেখলাম, ঈশ্বরের স্বর্গদূত তাঁর নামধারী লোকদের গভীর আগ্রহে পর্যবেক্ষণ করছেন, যাতে তাদের কাছে স্বর্গীয় উৎসের বার্তা উপস্থাপিত হলে তারা যে চরিত্র প্রকাশ করে তা লিপিবদ্ধ করতে পারেন। এবং যেহেতু যিশুর প্রতি প্রেমের দাবিদার অনেকেই তাচ্ছিল্য, বিদ্রূপ ও ঘৃণা নিয়ে সেই স্বর্গীয় বার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, হাতে চর্মপত্র নিয়ে এক

স্বর্গদূত সেই লজ্জাজনক নথি লিপিবিদ্ধ করল। যিশুকে তাঁর নামধারী অনুসারীরা এভাবে তুচ্ছ করবে—এতে সমগ্র স্বর্গ ক্ষোভে পূর্ণ হয়ে উঠল।" আর্লি রাইটিংস, ২৪৫, ২৪৬।

পাঠ্যাংশে, "প্রকাশিত বাক্য" গ্রন্থের চৌদ্দতম অধ্যায়ের প্রথম স্বর্গদূতকে "নিযুক্ত" করা হয়েছিল "অবতরণ করে পৃথিবীর অধিবাসীদের সতর্ক করতে, যেন তাঁরা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত হন", যা "প্রকাশিত বাক্য" গ্রন্থের আঠারোতম অধ্যায়ের স্বর্গদূতের কাজের সঙ্গে অভিন্ন। প্রথম স্বর্গদূতের দায়িত্ব ছিল "তাঁর মহিমা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করা এবং ঈশ্বরের আসন্ন ক্রোধ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা," যা আবারও আঠারোতম অধ্যায়ের স্বর্গদূতেরই দায়িত্ব। যারা বার্তাটি গ্রহণ করেছিল তারা "ঈশ্বরকে মহিমা দিয়েছিল," আর যারা বার্তাটি প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা "সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে দেওয়া হয়েছিল।"

দানিয়েল এবং তিনজন বীরপুরুষ স্বর্গীয় খাদ্য বেছে নিয়েছিলেন, আর অন্য দলটি খেয়েছিল বাবিলনের খাদ্য। দশ দিনের "দৃশ্যমান পরীক্ষা"-র শেষে, দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীরা ঈশ্বরকে মহিমা দিলেন, কারণ তাঁদের মুখমণ্ডল দৃশ্যত অন্যদের তুলনায় আরও মোটা-তাজা ও উজ্জ্বল ছিল, যারা বাবিলনের খাদ্য খেয়েছিল। প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা, চিরস্থায়ী সুসমাচারের পরিচয়ের মধ্যেই তিনটি পরীক্ষাকেই উপস্থাপন করে। প্রথম পরীক্ষা হলো ঈশ্বরকে ভয় করা, দ্বিতীয় হলো তাঁকে মহিমা দেওয়া, এবং তৃতীয় পরীক্ষা তখন যখন বিচারের সময় উপস্থিত হয়। দশম অধ্যায়ে যোহনের মাধ্যমে প্রতীকায়িত মতে, যারা প্রথম স্বর্গদূতের হাত থেকে ছোট পুস্তিকাটি নিয়ে তা খেয়েছিল, তারা দ্বিতীয় পরীক্ষায় ঈশ্বরকে মহিমা দিয়েছিল, এবং তখন তারা নেবূখদ্নেজ্জরের বিচারে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। পঙ্‌ক্তি পর পঙ্‌ক্তি, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের প্রথম পরীক্ষা ছিল পরাক্রমশালী স্বর্গদূতের হাতে থাকা ছোট পুস্তিকাটি খাওয়া। সেই পরীক্ষাই পরবর্তী পরীক্ষার সূচনা করেছিল, যেখানে তৃতীয় ও চূড়ান্ত লিটমাস পরীক্ষার পূর্বেই দুই শ্রেণির উপাসকের প্রকাশ ঘটার কথা ছিল; যা সরলভাবে দেখিয়ে দিত, কারও চরিত্র মহিমান্বিত কিনা, না অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনকে সিলমোহর করার সময় হলো ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শীঘ্রই আগত রবিবার আইন পর্যন্ত ইতিহাস। সেই ইতিহাসে দশ কুমারীর উপমা অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি হবে এবং পূরণ হবে। সেই সত্য তখন চিহ্নিত করে যে হাবাক্কূক দুই-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসও অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি ও পূরণ হবে। এটি আরও বোঝায় যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনকে সিলমোহর করার সময়কালই সেই সময়, যখন প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দর্শনের প্রভাব অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি হয় এবং পূরণ হয়।

দানিয়েল পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদটি ১৯৮৯ সালে শেষকালের সময়ে উন্মোচিত হয়েছিল। পদটি ১৭৯৮ সালের শেষকালের সময় দিয়ে শুরু হয় এবং ১৯৮৯ সালের শেষকালের সময়কে চিহ্নিত করে সমাপ্ত হয়। পঙ্‌ক্তি পর পঙ্‌ক্তি, ১৭৯৮ সালের শেষকালের সময় ১৯৮৯ সালের শেষকালের সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চল্লিশতম পদের ইতিহাস, যা ১৭৯৮ সালে শুরু হয়ে একচল্লিশতম পদের রবিবারের আইন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর জন্তু (যুক্তরাষ্ট্র)-এর ইতিহাসকে উপস্থাপন করে। পৃথিবীর জন্তুর প্রজাতন্ত্রবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্টবাদের দুই শিং এই দুই শেষকালের সময় দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহর দেওয়ার সময়ে, সেই সময়সীমার তিনটি পরীক্ষার মধ্যে দ্বিতীয় পরীক্ষাকালে প্রোটেস্ট্যান্ট শৃঙ্গ উপাসকদের দুটি শ্রেণি সৃষ্টি করবে। একটি শ্রেণি খ্রিস্টের প্রতিমূর্তি ধারণ করবে, আর অন্যটি পশুর প্রতিমূর্তি ধারণ করবে। সেই পরীক্ষার সময়ে, রিপাবলিকান শৃঙ্গ ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্ট শৃঙ্গের সঙ্গে যোগ দিয়ে পশুর প্রতিমূর্তি গঠন করবে, যখন প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাসমূহ তখন বেসামরিক সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ নেবে। সেই সময়কালটি ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যেক দর্শনে উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ এখানেই বাইবেলের 'পুস্তকসমূহ' মিলিত হয় ও সমাপ্ত হয়।

সে ইতিহাসের দ্বিতীয় পরীক্ষা হলো 'পশুর প্রতিমা'র পরীক্ষা, যা অভ্যন্তরীণভাবে কুমারীদের জন্য এবং বাহ্যিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রাজনৈতিক দলের রাজনীতিবিদদের জন্য প্রযোজ্য। সেই পরীক্ষা হলো শীঘ্র-আসন্ন রবিবার আইনের সময়, 'অনুগ্রহকাল শেষ হওয়ার আগে', আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে এমন পরীক্ষা। সেই পরীক্ষাই হলো যে পরীক্ষা আমরা 'মোহরিত হওয়ার আগে' উত্তীর্ণ হই। সেই পরীক্ষাই হলো যে পরীক্ষায় 'আমাদের শাশ্বত পরিণতি নির্ধারিত হবে'।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> আরেকজন পরাক্রমশালী স্বর্গদূতকে পৃথিবীতে অবতরণের জন্য নিযুক্ত করা হলো। যীশু তার হাতে একটি লিখিত বার্তা দিলেন, এবং তিনি পৃথিবীতে এলে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, ‘বাবিল পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে।’ তারপর আমি দেখলাম, হতাশ লোকেরা আবার চোখ তুলে স্বর্গের দিকে তাকাল, তাদের প্রভুর আবির্ভাবের জন্য বিশ্বাস ও আশায় চেয়ে আছে। কিন্তু অনেকেই যেন স্তব্ধতার অবস্থায় রয়ে গেল, যেন নিদ্রিত; তবু তাদের মুখাবয়বে গভীর দুঃখের ছাপ আমি দেখতে পেলাম। হতাশরা ধর্মগ্রন্থ থেকে বুঝল যে তারা বিলম্বের সময়ে আছে, এবং দর্শনের পরিপূর্তির জন্য তাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। যে একই প্রমাণ 1843 সালে তাদেরকে প্রভুর প্রত্যাশায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেটিই 1844 সালে তাঁকে প্রত্যাশা করতে উদ্বুদ্ধ করল। তবু আমি দেখলাম, অধিকাংশের মধ্যে 1843 সালে তাদের বিশ্বাসকে যে উদ্যম চিহ্নিত করেছিল, তা আর ছিল না। তাদের হতাশা তাদের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিয়েছিল...
>
> যখন পবিত্র স্থানে যীশুর সেবাকার্য সমাপ্ত হলো এবং তিনি অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে ঈশ্বরের বিধি ধারণকারী সিন্দুকের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তিনি পৃথিবীর প্রতি তৃতীয় বার্তা নিয়ে আরেক শক্তিশালী স্বর্গদূতকে পাঠালেন। স্বর্গদূতের হাতে একটি চর্মলিপি রাখা হলো, এবং তিনি যখন শক্তি ও মহিমায় পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তিনি মানুষের কাছে কখনও পৌঁছানো সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ হুমকিসহ এক ভীতিপ্রদ সতর্কবাণী ঘোষণা করলেন। এই বার্তাটি ঈশ্বরের সন্তানদের সতর্ক অবস্থায় রাখতে, তাদের সামনে যে প্রলোভন ও যন্ত্রণার সময় আসছে তা দেখানোর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল। স্বর্গদূত বললেন, ‘তাদের জন্তু এবং তার মূর্তির সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে নামানো হবে। তাদের অনন্ত জীবনের একমাত্র আশা হলো অটল থাকা। তাদের প্রাণ হুমকির মুখে পড়লেও, তাদের সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।’ তৃতীয় স্বর্গদূত এইভাবে তার বার্তা শেষ করেন: ‘এখানেই সন্তদের ধৈর্য; এখানে তারা আছে, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করে এবং যীশুর বিশ্বাস ধারণ করে।’ তিনি যখন এই কথাগুলি পুনর্বার উচ্চারণ করছিলেন, তিনি স্বর্গীয় পবিত্রস্থানটির দিকে ইঙ্গিত করলেন। যারা এই বার্তাটি গ্রহণ করে, তাদের সকলের মন অতি পবিত্র স্থানের দিকে নিবদ্ধ হয়, যেখানে যীশু সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের জন্য তাঁর চূড়ান্ত মধ্যস্থতা করছেন, যাদের প্রতি এখনো করুণা অবশিষ্ট আছে, এবং তাদের জন্যও, যারা অজ্ঞতাবশত ঈশ্বরের

বিধি ভঙ্গ করেছে। এই প্রায়শ্চিত্ত ধার্মিক মৃতদের জন্য যেমন, ধার্মিক জীবিতদের জন্যও তেমনি সম্পাদিত হয়। এটি তাদের সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে, যারা খ্রিস্টের ওপর ভরসা রেখে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ সম্পর্কে আলো না পাওয়ার কারণে, তার বিধান লঙ্ঘনে অজ্ঞতাবশত পাপ করেছিল। Early Writings, 245, 255.